বিবেচনা সমাচার

সরকারি চাকরির সুবাদে সপরিবারে ঢাকায় অবস্থান করছি। বেশ কিছুদিনের ব্যবধানে স্ত্রী সন্তান নিয়ে বাড়িতে যাবার উদ্দেশ্যে গত ২৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিমান বন্দর রেলওয়ে স্টেশনে টিকেটের জন্য গেলাম। কাউন্টারে কর্তব্যরত চল্লিশোর্ধ ব্যক্তিকে ৬ অক্টোবর ২০০৫ তারিখে সিলেটের জন্য শোভন চেয়ার টিকেটের কথা বললাম। যেহেতু সপরিবারে গমন তাই আসনগুলো পাশাপাশি দেবার জন্য অনুরোধ করলাম। ভদ্রলোক আমার কথা শুনলেন কি না জানিনা, কম্পিউটারে কিছুক্ষণ কি যেন দেখে বললেন কোনো চেয়ার আসন নেই। যার অর্থ সব শোভন চেয়ার আসন বিক্রি হয়ে গেছে। কাউন্টার ত্যাগ করে কিছুক্ষণ পর আবার কাউন্টারে গিয়ে একই ব্যক্তিকে বললাম আংকেল একটু কষ্ট করে আমার টিকেটের ব্যবস্থা করুন। তিনি আমাকে অপেক্ষা করতে বললেন এবং কিছুক্ষণ পর টিকেট আমার হাতে দিয়ে জানালেন কষ্ট তো করলাম এবার বিবেচনা করুন। কি বিবেচনা করবো বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকলাম। অবশেষে অর্থ বিবেচনার বিনিময়ে আমি টিকেট পেলাম। আমার জিজ্ঞাসা, সরকারি বেতনভুক্ত এসব সদস্যের এরূপ প্রকাশ্য অন্যায় কর্মকান্ডের কাছে যাত্রী সাধারণ আর কতকাল জিম্মি থাকবে।

এটিএম সেলিম
জাংগালহাটা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট

দর্শকদের কেন এই শাস্তি

পারিবারিকভাবেই আমরা বাংলাদেশ টেলিভিশন দেখি না। শুধু ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রচারিত হানিফ সংকেতের জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'ইত্যাদি' ছাড়া। বিটিভি কর্তৃপক্ষ বোধহয় সেটা বুঝতে পারে এবং ইত্যাদি প্রচারের সময় সেসব দর্শকদের চূড়ান্ত মানসিক শাস্তির ব্যবস্থা করে।

পবিত্র ঈদের পরদিন বিটিভিতে 'ইত্যাদি' প্রচারের সময় ছিল রাত সাড়ে দশটায়। বাংলাদেশ টেলিভিশনের অথর্বগুলো অনুষ্ঠানটি শুরু করলেন মাত্র পৌনে এক ঘণ্টা পর রাত সোয়া এগারটায়। কিছুক্ষণ চলার পরই শুরু হলো বাংলা ও ইংরেজি খবর গেলানো। এবং হাজার ধরনের ফাজলামোর পর রাত পৌনে একটায় অনুষ্ঠানটি শেষ হলো।

ঈদের ছুটিতে গ্রামে ছিলাম। গ্রামাঞ্চলে রাত ১১টাই অনেক রাত। সেখানে রাত পৌনে একটা মধ্যরাত। বিটিভির মাথা মোটাগুলো মাত্র একটি ভালো অনুষ্ঠান করতে গিয়ে সারাদেশের মানুষকে জিম্মি করবে? এসব জ্ঞানপাপীদের কি কোনো সাজা হবে না? এর আগে তারা একবার 'ইত্যাদি' কেলেঙ্কারি করে পরে ক্ষমা চেয়েছিলেন। এদের সাজা দেবে তারা কারা?

আখতারুল আলম বাবুল
লোহাগড়া, নড়াইল

ফলাফল শূন্য সম্মেলন

সার্কের বয়স এবার ২১ হলো। ২০ বছরে সার্ক কি দিয়েছে সেই হিসাব করছে সবাই। প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির ব্যবধান ঘোচাতে সার্ক পুরোপুরি ব্যর্থ। প্রতি বছর সম্মেলন শেষে নেতৃবৃন্দ যে ঘোষনা দেন তাতে অনেক ফুলঝুড়িই থাকে। কিন্তু 'সার্কের মূলো' আমাদের নাকের সামনে ঝুলতেই থাকে আমরা তার নাগাল পাই না। এবার কি সেই অবস্থা বললাবে? আমরা মোটেই আশাবাদী নই।

শারমিন
ধানমন্ডি, ঢাকা

সংকটে মধ্যবিত্ত

নিম্ন মধ্যবিত্ত আর মধ্যবিত্ত এই দুটি শ্রেণী সমাজে সবচেয়ে অসহায়। এরা না পারে কারো কাছে হাত পাততে না পারে অসচ্ছল অবস্থায় থাকতে। এর কারণ, আমাদের জীবন যাত্রার মান দিনকে দিন বেড়ে চলছে। একটি বছর যাওয়া মানে বাজেটের চাপ, বাজারে বিক্রেতাদের চাপ, বাসায় বাড়িওয়ালার চাপ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের চাপ ইত্যাদি ইত্যাদি। তাছাড়া গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানির চাপ তো রয়েই গেছে।

এতো চাপে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো একেবারে চেপ্টা হয়ে যাচ্ছে। বছর বছর বেতন বাড়ে যতটুকু কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ে তিনগুণ, বাড়িওয়ালাদের বাসা ভাড়া বেড়ে যায় কয়েক ধাপ। তারও কিছু করার নেই, কারণ সেও চাপের মধ্যে থাকে। ফলে দেখা যায় জীবন যাত্রার তালিকা থেকে নতুন কিছু যোগ করার চাইতে কাটছাঁট করে চলতে হয় আমাদের।

আসলে দ্রব্যমূল্যের এ ধরনের ঊর্ধ্বগতি আমাদের দেশে বেশির ভাগই কিছু অসৎ ব্যবসায়ী, কালোবাজারি, মজুতদারদের কারণেই ঘটে থাকে। সরকার এদের এখনো নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। সরকার দেশ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করতে বেশ কিছুটা সফল হলেও এ ধরনের নীরব সন্ত্রাসের হাত থেকে জাতিকে এখনো রক্ষা করতে পারেনি। বছরের বিশেষ বিশেষ সময়টাতে এরা দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। এক, বাজেটের সময়, দ্বিতীয়ত কোনো উৎসবের সময়। আসলে এগুলো সবই একটা বাহানা। আর এসব বাহানার চাপে পড়ে মধ্যবিত্তের বারোটা বাজে। যারা সমাজের উচ্চ শ্রেণী এগুলো তাদেরকে স্পর্শ করে না। এরাই সমাজের কর্ণধার, সমাজের নীতি নির্ধারক। সুতরাং মধ্যবিত্তের বিষের যন্ত্রণা তারা কিভাবে বুঝবে।

আব্দুর রহিম
মিরপুর, ঢাকা

প্রতিক্রিয়া : হানিফের দর্শন

৭ অক্টোবর সাপ্তাহিক ২০০০-এ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা মোহাম্মদ হানিফের সাক্ষাৎকারটি পড়লাম। পড়ে যা বোঝা গেল তা হচ্ছে- আওয়ামী লীগকে আগামী নির্বাচনে জিততে হলে দলের মূলনীতি 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ঝেড়ে ফেলতে হবে। তিনি মনে করেন এ দেশের অধিকাংশ মানুষের ভোট পেতে হলে এই পরিবর্তন প্রয়োজন। এখানে স্মরণ রাখা দরকার ১৯৯১, ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোট বেড়েছে। এমনকি ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিরোধী শক্তি একজোট হয়েও ভোট কমাতে পারেনি। প্রদত্ত ভোটের হিসাবে আওয়ামী লীগ পেয়েছে ৪০ শতাংশ ভোট। এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। আসলে ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্যই ধর্মনিরপেক্ষতা খুব জরুরি। সাক্ষাৎকারে তিনি আরো বলেছেন ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা বিষয় নয় বরং এ উপলব্ধি তার কয়েক বছর ধরে কাজ করছে। কি সর্বনাশের কথা? ৫৬ বছর ধরে বহু ত্যাগ-সংগ্রামে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রবীণ, সবচেয়ে বড় সংগঠনের মুখে কি নির্মম চপেটাঘাত। একটা কথা মনে রাখা দরকার, ভোটের বাক্সের কথা চিন্তা করে আওয়ামী লীগ যদি অন্যান্য দলের মতো

হঠাৎ ‘ধর্মচর্চা’ শুরু করে, বাংলার মানুষ তা মেনে নেবে না। আওয়ামী লীগের সমস্ত ত্রুটি সীমাবদ্ধতা, পরিস্থিতির চাপে কখনও কোনো আপোষকামীতা সত্ত্বেও সবচেয়ে বড় সেক্যুলার ইউনিট হিসাবে আওয়ামী লীগ জনগণের শেষ ভরসা। আপনি ঢাকার তিনটি আসনে নির্বাচন করতে চান ভালো কথা। কিন্তু একবার ভাবুন তো আপনি ও আপনার দল নির্বাচনের জন্য কতোটুকু প্রস্তুত।

খন্দকার মনজুরুল হক
মিরপুর, ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ

এ সি ড স ন্ত্রা স

মেয়েটির কি দোষ ছিল? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসে শিক্ষা অর্জন করা এটি কোনো অন্যায় নয়। কিন্তু তার জীবনে সবচেয়ে বড় দূঘটনাটি ঘটে গেলো। জোর করে ভালোবাসা অর্জন হয় না। অথচ ভালোবাসার অধিকার নিতে গিয়ে কয়েকজন ঘাতক মুখে এসিড নিক্ষেপ করে। যে মেয়েটি জীবনকে সুন্দর করে সাজাতে চেয়েছিল তাকে আজ জীবন্ত লাশ হিসেবে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন সমাজে অভিশপ্ত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকবে। এর জন্য দায়ী কারা? যারা এসিড নিক্ষেপ করছে এবং দালাল হিসেবে যারা এসিড বিক্রি করছে। তাই সাপ্তাহিক ২০০০-এর মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যারা এসব সমাজ বিরোধী কাজ করছে তাদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং সেই সঙ্গে আইন ও প্রশাসনকে আরো কঠোর হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বন্নি
রাজারহাতা, রাজশাহী

দূষিত রাজনীতি

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সঙ্কট নামক জিনিসটা সম্ভবত চিরস্থায়ীভাবে থেকে যাবে। বড় বড় দলগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, হিংসা এসব মিলিয়ে যেন রাজনীতি ‘ভূতের আছরে’ আক্রান্ত হয়েছে। এক দল বলে, আমরা বহু বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী আর অন্য দল বলে স্বাধীনতার পর আমরাই বেশি সময় শাসন করেছি। এর মাঝে পিষে যাচ্ছে জনগণ নামক তুচ্ছ জিনিসটা। এ দেশের রাজনীতিতে শিক্ষণীয় কিছু নেই, অভাব শিষ্টাচারের, সম্প্রীতি আর সৌজন্যবোধের। ক্ষমতার হাত বদলের পরই মামলায় জর্জরিত করা হয় সাবেকদের। শারীরিকভাবে সর্বময় ক্ষমতার পদবিধারীকে ঘরে প্রবেশ করতে না দেয়ার মতো তথাকথিত রাজনীতির প্রদর্শনী ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। আবার তারাই অভিজ্ঞতার বড়াই করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে ঝগড়া তো চলছেই, এটা না হয় বাদ দিলাম, যে যায় লংকায় সেই হয় রাবণ- এ কথাই বাস্তব। ক্ষমতা আর দুর্নীতি হয়ে যায় মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। এ থেকে পরিত্রাণের যেহেতু কোনো পথ নেই সেহেতু আমাদের সবার উচিত হবে নির্বাচন, নেতা, রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, নিজের মতো করে চলা। দেখা যাক তখন কি হয়?

সুজন কবির
চট্টগ্রাম

জাকাতের কাপড়

জাকাত প্রদানকারী ব্যক্তিগণ প্রতিবছর গরিব-দুঃখীদের মধ্যে জাকাতের কাপড় বিতরণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে সমস্ত কাপড় দেয়া হয় তা মানসম্মত নয়। খুব অল্প মূল্যের নিম্নমানের কাপড় দেয়া হয়। এ কাপড় পরে আব্রু রক্ষা করা সম্ভব হয় না। অনেকে ভাবেন যে অল্প মূল্যের কাপড় বেশি লোককে দেয়া যায়। কিন্তু বেশি লোককে দিতে গিয়ে কারো কোনো উপকারই হয় না। কাপড়ের দোকানগুলোতে ‘জাকাতের কাপড়’ নামে এক প্রকার নিম্নমানের কাপড় বিক্রি হয়। ‘জাকাতের কাপড়’ নামের এ নিম্নমানের কাপড় উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া উচিত। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অপমান করার অধিকার কারো নেই। বিনীত অনুরোধ, যারাই গরিবদের কাপড় দান করবেন তারা যেন মানসম্মত কাপড় দান করেন।

কবিতা চাকলাদার
চৌমুহনী, নোয়াখালী

নতুন শপথ

আলোর মাঝে করবো বাস আলোকিত পৃথিবীর নব উল্লাস। নব উদ্দীপনায় পথ চলি এ বাংলাকে ঊর্ধ্বে তুলি। দেশের স্বার্থে যদি দিতে পারি প্রাণ হোক তুচ্ছ হোক ক্ষুদ্র হবে চির অম্লান। এসো নবীন আলোর পথে করি বিকশিত নিজেকে। সুরভি ছড়াই দেশের পথে প্রান্তর বনান্তর সর্বত্রই।

আয়শা রহমান বর্ণা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ভেজাল বিরোধী অভিযান এবং...

গরম ফ্রাইতে যুতসই একটা কামড় বসাতেই বোঁটকা গন্ধটা পেলেন। নিশ্চিত হওয়ার জন্য সেকেন্ড কামড়। মালিক কাবুল ক্যাশবাক্সে বসে। কারিগরটা টগবগে তেলে ঝাঁঝরি মেরে ফ্রাই ঢালছে ঝুড়িতে। তিনকড়ি হাতের ইশারায় কাগিরটাকে কাছে ডাকলেন। দরদর করে ঘামছে ছোকরা। তিনকড়ির হাতে ধরা আধখাওয়া ফ্রাই।

-এটা কী বাবা?
- আজ্ঞে ফিশ ফ্রাই।
- ফিশ ফ্রাই! কী ফিশ বাবা?
- আজ্ঞে ভেটকি।

হারামজাদা আমাকে ভেটকি দেখাচ্ছ। বলেই ছাতাটা ডান হাতে বাগিয়ে ধরে সপাটে বাড়ি। এটি গল্পের একটি অংশ। গল্পটি পশ্চিমবঙ্গের। সেখানে ক্রেতাদের মধ্যে ভীষণ একতা রয়েছে। তাই সে দেশের জনগণ পচা ও ভেজাল প্রতিরোধসহ সব রকম অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করতে সাহসী হয়। সরকারও জনগণকে সব রকম সহযোগিতা করে। আমাদের দেশের প্রশাসন দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তাই জনগণ ভালো কাজ করতে তাদের কোনো সহযোগিতা পায় না। দেশের প্রধান প্রধান পত্রিকা এবং ইলেকট্রনিকস্ মিডিয়াগুলো ভেজালের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করায় সরকার এখন সচেষ্ট হয়েছে। আর তাই প্রতিদিনই আমরা বিভিন্ন অসৎ প্রতিষ্ঠানের অপকর্ম প্রত্যক্ষ করছি। এ অভিযান বন্ধ হলেই তারা আবার পূর্ণোদ্যমে অন্যায় কাজে নেমে পড়বে। তাই ভেজালবিরোধী অভিযান সব সময় চালিয়ে যেতে হবে।

জাহাঙ্গীর চাকলাদার
লালবাগ, ঢাকা

স্ন্যাপ শট : জীবনের খন্ডচিত্র

রাস্তায় হাটছেন। হঠাৎ কোন দৃশ্য– ছিনতাই, সড়ক দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড কিংবা মালা হাতে এক পথশিশুর ছুটে চলা। দৃশ্য যেমনি হোক– ক্যামেরা ফোন কিংবা ডিজিটালক্যামে ছবিটি তুলে ফেলুন। পাঠিয়ে দিন আমাদের ঠিকানায়। আপনার পাঠানো ছবি এবং তথ্য নিয়ে সাজানো হবে স্ন্যাপ শট বিভাগ। এ বিভাগে পাঠক-ই রিপোর্টার। আপনার ছবি সাক্ষী হতে পারে কোন ঘটনার। লন্ডনের বোমা হামলার পর ঠিক তাই হয়েছিল। মোবাইল ক্যামেরায় তোলা ছবি প্রচারিত হয়েছিল বিশ্ব গণমাধ্যমে। ছবি যেকোন ফরম্যাটের হতে পারে। পাঠাতে পারেন ইমেইলে, ডাকে কিংবা অফিসে সরাসরি এসে। ছবির সাথে ক্যাপশন, ঘটনার তারিখ, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং আপনার পূর্ণ নাম ঠিকানা লিখুন। পাঠানো ছবি এবং তথ্যের নিউজ ভ্যালু থাকতে হবে। ঘটনা হবে সমসাময়িক।

ছবি পাঠাবেন যে ঠিকানায়:
স্ন্যাপ শট
সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০। ই-মেইল: info@shaptahik2000.com